২০৩০ সাল নাগাদ খাদ্য বিভাগ, ঠাকুরগাঁও এর ভিশন/মিশন নিম্নে ছক আকারে উপস্থাপন করা হলো।

ক্রঃনং	২০৩০ সালে খাদ্য বিভাগ, ঠাকুরগাঁও এর ভিশন/মিশন
০১	২০৩০খ্রিঃ সাল নাগাদ খাদ্য বিভাগ ঠাকুরগাঁও এ ধান, চাল ও গম সংগ্রহের পরিমাণ হবে গড়ে ১,২৫,০০০(এক লক্ষ পঁচিশ হাজার) থেকে ১,৪০,০০০ (এক লক্ষ চল্লিশ হাজার) মে.টন। এর ফলে আনুমানিক ২,৫০০ (দুই হাজার পাঁচশত) থেকে ৩,০০০ (তিন হাজার) জন মিলার ও ৫০,০০০(পঞ্চাশ হাজার) থেকে ৬০,০০০ (ষাট হাজার) জন কৃষক এবং প্রায় ৩৫,০০০ (পয়ত্রিশ হাজার) জন শ্রমিক প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হবে।
০২	২০৩০ সালের মধ্যে ঠাকুরগাঁও জেলার এল.এস.ডি সমূহের কাঙ্খিত ধারণক্ষমতা হবে ৭৫,০০০ হাজার মে.টন।
০৩	২০৩০ সালের মধ্যে ঠাকুরগাঁও জেলায় অটোমেটিক চালকলের সংখ্যা ৭৫ টিতে উন্নীত হবে। ফলে ঠাকুরগাঁও জেলার চালের গুণগতমান আরো বৃদ্ধি পাবে এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।
০৪	২০৩০খ্রিঃ সাল নাগাদ ঠাকুরগাঁও জেলা হতে লাইসেন্স নবায়ন বাবদ প্রতিবছর ২৫,০০,০০০/- (পঁচিশ লক্ষ) টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হবে মর্মে আশা করা যায়।
০৫	২০৩০খ্রিঃ সাল নাগাদ ভি.জি.ডি, ভি.জি.এফ, ইপি, ওপি, খাদ্যবান্ধব সহ অন্যান্য খাতে গড়ে খাদ্যশস্য বিলি-বিতরণের পরিমাণ হবে ১২,০০০(বার হাজার) থেকে ১৫,০০০(পনের হাজার) মে.টন।
০৬	২০৩০ খ্রিঃ সাল নাগাদ ঠাকুরগাঁও জেলার জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়কল্পে ও.এম.এস খাতে চাল ও আটা বিক্রয়, খাদ্য বান্ধব কর্মসূচি, ৪র্থ শ্রেণি কর্মচারী সুলভ মূল্য খাতে চাল বিক্রয় এবং সরকারি অফিসের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের মধ্যে রেশন সামগ্রী বিলি-বিতরণ করা হবে। উল্লিখিত খাতসমূহে বছরে গড়ে খাদ্য শস্য বিলি-বিতরণের পরিমাণ ১৫০০০(পনের হাজার) থেকে ১৮০০০(আঠার হাজার) মে.টন।